

প্রযুক্তির নাম: চার ফসল ভিত্তিক ফসলধারা আলু-মুগবীন-রোপা আউশ-রোপা আমন ধান  
শেরপুর অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসলধারা



বিস্তারিত বিবরণ

উপযোগী অঞ্চল: কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৮ এবং ৯ এর অনুরূপ অঞ্চল

উদ্ভাবনের বছর: ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
	আলু	মুগবীন	রোপা আউশ	রোপা আমন
ফসল	আলু	মুগবীন	রোপা আউশ	রোপা আমন
জাত	বারি আলু-২৫	বারি মুগ-৬	ব্রি ধান৪৮	ব্রি ধান৬২/বিনাধান১৬
বপন/রোপন দূরত্ব (সেমি)	৬০ × ২৫	ছিটিয়ে	২০ × ১৫	২০ × ১৫
বপন/রোপনের সময়	নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ	মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহ	মে মাসের শেষ সপ্তাহ	আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)				
ইউরিয়া	৩২৫	৪৩	১৫০	১৭৮
টিএসপি	২০০	৭৫	৭৫	১২০
এমওপি	২২৬	৭৬	৭৬	৭০
জিপসাম	১০০	-	৫৫	৬০
জিংক সালফেট	৭.৫	-	-	১১
বরিক এসিড	৭	-	-	-
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার শেষ জমি চাষের পূর্বে এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বপনের ৩০-৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	সকল সার শেষ চাষের পূর্বে দিতে হবে।	ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার বাদে অন্যান্য সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া তিন কিস্তিতে চারা রোপনের ৭-১০ দিন, ২০-২৫ দিন এবং ৩৫-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক পটাশ সার ইউরিয়া সারের শেষ উপরি প্রয়োগের সময় ছিটিয়ে দিতে হবে।	ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার বাদে অন্যান্য সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া তিন কিস্তিতে চারা রোপনের ৭-১০ দিন, ২০-২৫ দিন এবং ৩৫-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক পটাশ সার ইউরিয়া সারের শেষ উপরি প্রয়োগের সময় ছিটিয়ে দিতে হবে।
ফসলের আন্তঃপরিচর্যা	আলুতে ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি এবং সেচ দেওয়া প্রয়োজন। মুগবীন বপনের ২৫-৩০			

	দিন আগাছা পুরষ্কার রাখতে হবে। ধানে সাধারণত: মোট জীবন কালের তিন ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। মাজরা পোকা দমনের জন্য ফুরাডান/কার্বোফুরান ১৫ কেজি/হেক্টর হারে প্রয়োগ করতে হবে। মাজরা পোকাকার আক্রমণ বেশি হলে ভিত্তিক স্প্রে করতে হবে।			
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	ফেব্রুয়ারী মাসের ৩য় সপ্তাহ	মে মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে মে মাসের ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত	আগস্ট মাসের ৩য় সপ্তাহ	নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ

#### ৫) প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি

ফসল	আলু	মুগবীন	রোপা আউশ	রোপা আমন
ফলন (টন/হেক্টর)	২৭.৬৭	১.০৮	৪.৭	৩.৯
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর/বছর)	২৬.৮০			
লাভক্ষতির বিবরণ (টাকা/হেক্টর)	মোট আয়	:	৫৫৭৭২০	
	উৎপাদন ব্যয়	:	৩১২৫৩২	
	নীট মুনাফা	:	২৪৫১৮৮	

**প্রযুক্তির প্রভাব (মানব সাহায্য, মাটি ও পরিবেশ):** মুগ প্রোটিন সমৃদ্ধ একটি ডাল ফসল। লিগিউমিনাস জাতীয় ফসল হওয়ায় মুগডাল চাষে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আলু সবজি হিসেবে সারা বছর ব্যবহার করা যায় এবং ফলন বেশি হওয়ায় কৃষক লাভবান হয়। শস্য বিন্যাসে দুইটি ধান অমন্ত্রভুক্ত হওয়ায় দানাদার খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শস্য বিন্যাসে বোরো ধানের পরিবর্তে মুগডাল অমন্ত্রভুক্ত হওয়ায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির অপচয় রোধ করা যায়।

#### প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- রবি মৌসুমে কৃষকের শস্য বিন্যাসের সাথে নতুন ফসল বারি আলু-২৫ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- স্বল্পমেয়াদী মুগবীন (বারি মুগ-৬) বপন করে সময়মত রোপা আউশ রোপন করা সম্ভব হয়।
- স্বল্পমেয়াদী রোপা আমন ব্রি ধান৪৯ রোপন করে সময়মত আলু বপন করা সম্ভব হয়।
- উদ্ভাবিত শস্য বিন্যাসে ধানের সমতুল্য ফলন অধিক (২৯.৯৯ টন/হেক্টর/বছর) পাওয়া যায় যেখানে কৃষকের শস্য বিন্যাসে (৯.৫৯ টন/হেক্টর/বছর) ফলন পাওয়া যায় যাহা উদ্ভাবিত শস্য বিন্যাসের এক তৃতীয়াংশ।
- কৃষকের শস্য বিন্যাসের চেয়ে উদ্ভাবিত শস্য বিন্যাসে মোট আয় শতকরা ৩৪৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়।